তারিখ ... 26/7/85 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

077

প্রাথমিক শিক্ষক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এরশাদ গতকাল ঢাকার মীরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 'শিক্ষক ভবন'-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনকে সমাজে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও তাঁদের মর্যাদার আসনের প্রতি জাতীয় স্বীকৃতি বলে অভিহিত করেছেন। খবর বাসস'র।

জেনারেল এরশাদ বলেন, বর্ত-মান সরকার এই আদর্শের ব্যাপারে সবসময় সচেতন থেকে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি সাধনে এবং তাঁদে-রকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট রয়েছে।

সিএমএলএ তাঁর শৈশবের কথা, যেদিন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাঁকে

(৩-এর পাতায় দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষক

(১ম পাতার পর)

স্কুলে নেয়া হয়েছিল সেদিনের কথা স্মরণ করে বলেন, 'মফিজ মাষ্টার নামে সুপরিচিত আমার সেই প্রধান শিক্ষকের শান্ত চেহারা ও স্নেহময় দৃষ্টি আজো আমার মনে পড়ে; শিক্ষা ও ছাত্রদের জন্যে তাঁর নিষ্ঠা, সততা ও ভালবাসা আমার জীবনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বহুদিন পার হয়ে গেছে, সেই প্রধান শিক্ষকের উদ্যম ও আদর্শ আমি খুঁজেছি। আপনাদের মাঝেই আমি তা খুঁজে পেয়েছি। আমি চাই, দেশের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করার জন্যে সত্যিকারের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনুপ্রাণিত করতে, সেই একই উদ্যম ও আদর্শ নিয়ে আপনারা সবাই আপনাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবেন।'

জেনারেল এরশাদ বলেন, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশগুলোতে এবং আমাদের দেশে শিক্ষকদের সম্মান ও পেশাগত নিরাপত্তার মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তিনি বলেন, যারা জ্ঞানের মশাল জ্বালেন সেই শিক্ষকদের সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা প্রসঙ্গে সিএমএলএ বলেন, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ৬০ শতাংশ শিশু তাদের লেখাপড়া ক্ষান্ত দেয় এবং বড়-জোর ১৩ শতাংশ ছেলেমেয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছতে পারে। তিনি বলেন, এই নৈরাশ্যকর অবস্থা পাল্টানোর জন্যে অবশ্যই আমাদের কিছু করতে হবে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈ-তনিক করাটাই যথেষ্ট নয়। পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আপনাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। সরকারী কর্ম-চারী হিসেবে স্বীকৃতির পর এই কর্তব্য পালন আপনাদের জন্য অধিকতর সত্য হয়ে উঠেছে।

জেনারেল এরশাদ বলেন, আজ-কের শিশুরা স্বাধীন দেশের সন্তান-- এই পটভূমিকায় তাদের গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা এবং দেশের চাহিদা মেটানোই আমাদের নতুন শিক্ষা প্রস্তাবের লক্ষ্য। সিএমএলএ দেশের আনাচে-কানাচে "প্রকৃত শিক্ষা" ছড়িয়ে দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য আহ্বান জানান।

এর আগে, আকর্ষণীয় নাচ ও গান পরিবেশনের পর স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সিএমএলএকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়। তারা জেনারেল এরশাদের লেখা কয়েকটি কবিতাও আবৃত্তি করে।

প্রাথমিক শিক্ষকরা স্বাগত শ্লোগান দিয়ে সিএমএলএকে অভ্য-র্থনা জানান এবং শিক্ষার মান সমুন্নত রাখাসহ তাঁর উন্নয়ন কর্ম-সূচীসমূহের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শিক্ষা-মন্ত্রী ডঃ মজিদ খান দেশের অগ্র-গতির জন্যে সমাজকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মহৎ কাজে আত্মনিয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।